যায়যায়দিন

তারিখ ... 6 AUG 2009 ...
পৃষ্ঠা ... ১১ কলাম ... ৪ ...

চার পরিদর্শক দিয়ে চলছে ৯২৩ স্কুল পরিদর্শনের কাজ

ইসমত মর্জিদা ইতি চট্টগ্রাম

চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডের আওতাধীন ৯২৩টি সরকারি ও বেসরকারি নিম্ন মাধ্যমিক এবং মাধ্যমিক স্কুল পরিদর্শনের কাজ চলছে মাত্র চারজন পরিদর্শক দিয়ে। টিচিং ডেভেলপমেন্টের জন্য নিয়োগ করা হলেও তাঁদের বেশিরভাগ সময় ব্যস্ত থাকতে হয় নবম শ্রেণীতে ভর্তি হওয়া ছাত্রছাত্রীদের রেজিস্ট্রেশনের কাজ নিয়ে। অনুমোদিত নতুন স্কুলের পাঠদান, লিসন প্ল্যান যাচাই ও নতুন রেজিস্ট্রেশনের জন্য আবেদনকৃত স্কুলের শর্ত পরিদর্শনের নিয়ম থাকলেও তা অফিসে বসেই করতে হয় স্কুল পরিদর্শকদের। এ কারণে চট্টগ্রাম মহানগর, জেলা, কক্সবাজার ও তিন পার্বত্য জেলার স্কুল পরিদর্শন হচ্ছে টেবিলে বসে।

শিক্ষা বোর্ড সূত্র জানায়, একজন প্রধান স্কুল পরিদর্শক, একজন উপপ্রধান পরিদর্শক, দুজন সহকারী স্কুল পরিদর্শক কর্মরত রয়েছেন স্কুল পরিদর্শনের কাজে। যাদের ৩৬টি সরকারি হাই স্কুল ছাড়াও ৮৮৭টি স্কুল পরিদর্শন করতে হয়। স্কুল পরিদর্শনে পাঠদান যাচাই না হওয়ার জন্য গতবার এসএসসি পরীক্ষায় চট্টগ্রামের মফস্বলে পাসের হার কমেছে বলে মন্তব্য করেছেন বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক সংশ্লিষ্টরা। মহানগরীতে পাসের হার ৮২ দশমিক ৯২ শতাংশ হলেও এ জেলায় এবার পাসের হার ৬৪ দশমিক ৯৬ শতাংশ। গতবার ছিল ৬৭ দশমিক ৬২ শতাংশ। গতবারের তুলনায় এবার মফস্বলে পাসের হার কমেছে ২ দশমিক ৬৬ শতাংশ। পাসের হার দশের ওপর ও বিশের নিচের সংখ্যা গত বছর চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডের ছিল মাত্র একটি। এবার দাঁড়িয়েছে ১৬টিতে।

পরিদর্শন : পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ৪

চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ড

যুগোপযোগী না হওয়ার জন্য প্রধান স্কুল পরিদর্শক কাজী নাজিমুল ইসলাম বিভিন্ন স্কুলের প্রধান শিক্ষকের শূন্যপদের কথা বললেন। তিনি যায়যায়দিনকে জানান, প্রধান শিক্ষক হচ্ছেন স্কুলের অভিভাবক। তিনিই যদি না থাকেন, তবে স্কুলের পাঠদান যুগোপযোগী হচ্ছে কি না সেটি খেয়াল কে করবেন।

চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডের আওতায় ১৫০টি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে। শিক্ষা বোর্ড প্রধান শিক্ষক পদ শূন্য থাকার যে কারণগুলো চিহ্নিত করেছেন তার মধ্যে নির্ধারিত শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং তিন বছরের মেয়াদে সহকারী প্রধান শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালনসহ নিরবচ্ছিন্নভাবে ১৫ বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন শিক্ষক-শিক্ষিকার স্বল্পতা অন্যতম। নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক পদের জন্য একটি পরীক্ষা ছাড়া সব পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগ/শ্রেণী অর্জনকারী বিএডসহ ১২ বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন শিক্ষক-শিক্ষিকাও রয়েছেন কম।

এছাড়া নির্ধারিত জনবল কাঠামোর অতিরিক্ত শিক্ষক-শিক্ষিকা কর্মরত প্রধান শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ লাভের পর উভয়ের মধ্যে কেবল একটি পদ এমপিওভুক্ত হতে পারবে মর্মে ২০০৮ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে পাঠানো সরকারি পরিপত্রও সমস্যার সৃষ্টি করেছে বলে জানা যায়। অনুসন্ধানে জানা গেছে, স্কুল পরিদর্শকেরা নিয়মিত পরিদর্শন স্কুলে না যাওয়ায় স্কুল পরিচালনার ন্যূনতম শর্ত পূরণ করতে আগ্রহী হয় না কর্তৃপক্ষ। মাধ্যমিক স্কুলগুলোতে সরকারি সময়সূচি ৮টা থেকে ১০টা না হওয়া, রেজিস্টার অনুযায়ী ছাত্রছাত্রী অনুপস্থিতির সংখ্যা কম, হিসাব-নিকাশের ক্ষেত্রে গরমিল, স্কুল স্থাপনের ন্যূনতম চাহিদা শর্ত পূরণ করেছে কি না তা যাচাই হয় না। স্কুলের নিজস্ব জমির পরিমাণ নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শূন্য দশমিক ২৩ একর মেট্রো এলাকা, শূন্য দশমিক ৩০ পৌর এলাকা, শূন্য দশমিক ৫০ মফস্বল এলাকায় থাকার নিয়ম থাকলেও মফস্বলের স্কুলে তা থাকে না। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শূন্য দশমিক ৫০ একর মেট্রো এলাকা, শূন্য দশমিক ৭৫ একর পৌর এলাকা, এক একর মফস্বল এলাকায় থাকার নিয়ম থাকলেও এ ক্ষেত্রে একই অবস্থা।